BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03040027

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 04| April 2025| e-ISSN: 2584-1890

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় শাসন এবং সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ

দিব্যেন্দু গুই

Student, Email: dibyenduguin017@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় শাসন এবং সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ একটি কার্যকর ও টেকসই শিক্ষাব্যবস্থার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। স্থানীয় শাসনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়। এটি বিদ্যালয়ের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ যেমন- অভিভাবক, শিক্ষক, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সক্রিয় ভূমিকা শিক্ষার মান উন্নয়নে সহায়ক হয়। স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি (SMC), ম্যানেজিং কমিটি বা গভর্নিং বডির মাধ্যমে এই অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। এই ব্যবস্থায় বিদ্যালয়ের প্রয়োজন, সমস্যাবলি ও উন্নয়ন পরিকল্পনা স্থানীয়ভাবে চিহ্নিত ও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়, যা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আরও কার্যকর ও সমাজভিত্তিক করে তোলে।

মূল শব্দ: *বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় শাসন, অভিভাবক, শিক্ষক, স্টেকহোল্ডার, স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি, গভর্নিং বডি, শিক্ষণ ও শিক্ষন প্রক্রিয়া।*

আলোচনা:

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় শাসন এবং সম্প্রদায়ের অংশ গ্রহন হল শিক্ষার সার্বিক উন্নতি নিশ্চিত করার জন্য পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত এবং গুরত্বপূর্ণ উপাদান।

১. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা হল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমস্ত উপাদান ও প্রক্রিয়াকে সমন্বিত করার একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া। এর সফলতা নির্ভর করে শিক্ষা প্রশাসন (Educational Administration) এবং শিক্ষা তত্ত্বাবধান (Educational Supervision) -এর সুষ্ঠু প্রয়োগের ওপর।

শিক্ষণ ও শিক্ষন প্রক্রিয়া:

এটি ব্যবস্থাপনার মূল কেন্দ্র। এর মধ্যে রয়েছে : পাঠ্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি, শিক্ষার্থীদের শিখনে উৎসাহিত করতে নতুন প্রযুক্তি ব্যাবহার এবং শিখনের মান (Learning outcomes) নিয়মিত মূল্যায়ন করা।

মানবসম্পদ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা:

এর কাজ হল : কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষন, ন্যায়সঙ্গত নিয়োগ ও পদোন্নতি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং কর্মীদের মধ্যে সুম্পর্ক বজায় রাখা, এবং বিদ্যালয়ের নথিপত্র ও অফিস কার্যাদি সুচারুভাবে পরিচালনা করা ।

আর্থিক ও অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা :

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বজায় রেখে বাজেট প্রণয়ন ও তহবিল সংগ্রহ করা।এছাড়াও,, নিরাপদ ও আধুনিক শ্রেণিকক্ষ, গ্রন্থাগার, বিজ্ঞানাগার, শৌচাগার এবং খেলাধুলার মাঠের ব্যবস্থা ও রক্ষনাবেক্ষন নিশ্চিত করা।

শৃঙ্খলা ও বিদ্যালয় পরিবেশ :

শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও চারিত্রিক বিকাশকে উৎসাহিত করে এমন একটি ইতিবাচক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক (Inclusive) শিক্ষন সংস্কৃতি গড়ে তোলা। র‍্যাগিং বা বৈষম্য রোধ করে সকলের জন্য একটি নিরাপদ ও গ্রহনযোগ্য পরিবেশ তৈরি করা।

2. স্থানীয় শাসন (Local Governance) :

শিক্ষা ক্ষেত্রে স্থানীয় শাসনের ভূমিকা হল কেন্দ্রীয় নীতিও স্থানীয় চাহিদার মধ্যে সমন্বয় সাধনকারী হিসেবে কাজ করা, এটি তৃনমূল স্তরে গনতন্ত্র ও জবাবদিহিতার প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে।

নীতি বাস্তবায়ন ও তদারকি:

স্থানীয় সরকার সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলি (যেমন- জেলা পরিষদ, পৌরসভা) নিশ্চিত করে যে রাষ্ট্রীয় শিক্ষানীতি (যেমন— সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা) সেন স্থানীয় পর্যায়ে সঠিক ভাবে কার্যকর হয়। তারা না নিয়মিত পরিদর্শন ও নিরীক্ষার মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলির মান তদারকি করে। সম্পদ বন্টন ও সংস্থান : বিদ্যালয়গুলির জন্য জমির ব্যবসা, অতিরিক্ত শ্রেনিকক্ষ তৈরি, পানীয় জল ও স্যানিটেশন সুবিধার মতো গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য স্থানীয় ভাবে তহবিল বা অনুদান সংগ্রহ এবং তার সুষ্ঠু কটন করে।

সম্পদ বন্টন ও সংস্থান :

বিদ্যালয়গুলির জন্য জমির ব্যবসা, অতিরিক্ত শ্রেনিকক্ষ তৈরি, পানীয় জল ও স্যানিটেশন সুবিধার মতো গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য স্থানীয় ভাবে তহবিল বা অনুদান সংগ্রহ এবং তার সুষ্ঠু কটন করে।

জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা :

বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি (SMC) বা গ্রাম শিক্ষা কমিটি (VEC)- এর মাধ্যমে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকরা স্থানীয় জনগনের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন। স্থানীয় জনপতিনিধিরা বিদ্যালয়ের কার্যকারিতা নিয়ে আলোচনা ও সংশোধনের ব্যবস্থা করেন।

স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ:

কেন্ডীয় সরকারের পক্ষে এককভাবে দেশের সমস্ত অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা পূরন করা সম্ভব নয়। তাই স্থানীয় শাসন আঞ্চলিক ভাষা, সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী শিক্ষাগত চাহিদা পূরনের জন্য আংশিক স্বায়ত্তশাসন প্রয়োগ করতে পারে

৩. সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ:

সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ শিশার গুনগত মান উন্নত করার একটি মক্তিশালী সামাজিক পুঁজি এটি বিদ্যালয়কে- সমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে)

প্রকারভেদ:

সক্রিয় অংশগ্রহণ:

SMC/VEC - এ সদস্য হিসেবে যোগ দেওয়া, বিদ্যালয়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন মতামত দেওয়া এবং শিক্ষক-অবিভাবক বৈঠকে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করা। এতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বচ্ছতা আসে।

সম্পদ ও সমর্থনমূলক অংশগ্রহণ:

স্থানীয় জ্ঞান,ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং অভিজ্ঞতা বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা। অবকাঠামো নির্বাচন স্বেচ্ছাশ্রম দেওয়া, আর্থিক অনুদান প্রদান বা প্রাক্তনী সংগঠন তৈরী করে বিদ্যালয়কে সাহায্য করা।

তদারকি ও পর্যবেক্ষণ:

শিক্ষার্থীরা কেন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকছে, বা পাঠদানের মান কেমন– এই বিষয়গুলি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা এবং বিদ্যালয় প্রশাসনকে সেই সম্পর্কে গঠনমূলক মতামত ও চাপ সৃষ্টি করা। এর ফলে শিমক ও প্রশাসনের দায়বদ্ধতা বাড়ে।

বিদ্যালয়ের মালিকানা বোধ :

যখন সম্প্রদায় বিদ্যালয়ের উন্নয়নে অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ করে, তখন তাদের মধ্যে বিদ্যালেয়ের প্রতি এক ধরনের মালিকানা ও আপনত্ববোধ তৈর হয়। এটি বিদ্যালয়ের সম্পদ রক্ষা এবং টেকসই উন্নয়নকে- নিশ্চিত করে।

৪. তিনটি উপাদানের আন্তঃ সম্পর্ক

এই তিনটি উপাদান বিচ্ছিন্নভাবে, কাজ করে না, বরং তারা একটি পরিপুরক চক্র তৈরি করে:

1. স্থানীয় শাসন:

SMC/VEC: স্থানীয় শাসন আইনি কাঠামোর মাধ্যমে SMC গঠন করে, যা সম্রদায়ের অংশগ্রহণের পথ তৈরি করে।

সম্প্রদায়:

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা: সম্প্রদায় বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনাকে, আর্থিক, শ্রম ও নৈতিক সমর্থন প্রদান করে। উদাহরনস্বরূপ, স্থানীয় অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বা সাংস্কৃতিক- অনুষ্ঠানে সহায়তা করতে পারেন।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা:

স্থানীয় শাসন: সুব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষণ ফলাফলের উন্নতি সংক্রান্ত তথ্য স্থানীয় শাসনের কাছে রিপোর্ট করা হয়, যা তাদের নীতি ও তদারকি প্রক্রিয়াকে আরও উন্নত করতে সাহায্য করে।অতএব, একটি গনতান্ত্রিক ও কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এই

তিনটির মধ্যে আস্থা, স্বচ্ছতা এবং সমন্বয় অপরিহার্য, এটি নিশ্চিত করে যে শিক্ষা কেবল একটি সরকারি পরিষেবা নয়, বরং একটি যৌথ সামাজিক দায়িত্ব।

১. বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার কৌশলগত ও কার্যকরী দিক

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা শুধুমাত্র দৈনদিন কাজ পরিচালনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি একটি কৌশলগত প্রক্রিয়া যা দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য নির্ধারণ করে।

ক) গুনগত মান নিশ্চিতকরণ:

শিক্ষন নিরীক্ষাঃ- প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে নিয়মিতভাবে শ্রেণীকক্ষে পাঠদান পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা। এর উদ্দেশ্য হল শিক্ষকের দুর্বলতা নয়, বরং শিখনের মান উন্নত করার জন্য গঠনমূলক পরামর্শ দেওয়া।

ফলাফলভিত্তিক ব্যবস্থাপনা : কেবল ভর্তির হার বা পাশের হার দেখা নয়, বরং শিক্ষার্থীর বাস্তবে কী দশতা অর্জন করছে, তার ওপর জোড় দেওয়া। এর জন্য অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক মূল্যায়নের মধ্যে সমন্বয় আনা হয়।

খ) ঝুঁকি ও সংকট- ব্যবস্থাপনা:

বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে বা আশেপাশে ঘটতে পারে এমন শরীরিক মানসিক বা পরিবেশগত- ঝুঁকি চিহ্নিত করা। যেমন -

অগ্নিকাণ্ড, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বুলিং প্রতিরোধে সুনির্দিষ্ট প্রটোকল তৈরি করে কর্মীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া।

গ) প্রযুক্তিগত সংহতকরণ:

প্রশাসনের কাজে স্বয়ংক্রিয়তা আনা যেমন-ডিজিটাল হাজিরা, অনলাইন ফি সংগ্রহ) এবং শিক্ষণ-শিখনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার নিশিত করা এর ফলে প্রশাশনিক বোঝা কমে এবং শিক্ষণের সুযোগ বাড়ে।

২. স্থানীয় শাসনের ও আইনি কাঠামো:

স্থানীয় শাসন কীভাবে বিদ্যালয়কে তার কেন্দ্র থেকে নিয়ল্পন না করে, বরং ক্ষমতায়ন করে, সেই দিকটি গুরুত্বপূর্ণ।

ক. বিকেন্দ্রিকরণ:

স্থানীয় শাসন শিক্ষা প্রশাসনের কিছু- শমতা বিদ্যালয় বা স্থানীয় কমিটির হাতে ছেড়ে দেয়। একেই শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ বলে। এর ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রুত হয় এবং স্থানীয় সমস্যাগুলির সমাধান স্থানীয়ভাবে সম্ভব হয়।

এতে তহবিল এবং জনবলের ওপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কিছু নিয়ন্ত্রণ আসে, যা তাদের আরও বেশি কার্যকর হতে সাহায্য করে।

খ. আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক কাঠামো:

অনেক দেশে শিক্ষার অধিকার আইন স্থানীয় সরকারকে বাধ্য করে একটি নির্দিষ্ট কাঠামো তৈরি করতে, যেখানে সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে (যেমন-ভারতে পতিটি সরকারি বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি- SMC গঠন) এই আইনি বাধ্যবাধকতা স্থানীয় শাসনকে নিষ্ক্রিয় থাকতে দেয় না।

গ. সম্পদ হিসেবে স্থানীয় সংস্থা:

পৌরসভা বা পঞ্চায়েত কেবল নিয়ন্ত্রক- নয়, তারা বিদ্যালয়ের জন্য বিশেষ তহবিল বরাদ্দ করতে পারে, স্থানীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা বা স্যানিটেশন কর্মসূচির সঙ্গে বিদ্যালয়ের কর্মসূচিকে যুক্ত করতে পারে এবং স্থানীয় ব্যবসার সঙ্গে ও অংশীদারিত্ব তৈরি করে বৃত্তির ব্যবস্থা করতে পারে।

৩. সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের মাত্রা ও ধরন:

সম্প্রদায়ের অংশগ্রহন এক প্রকার হয় না, এটি বিভিন্ন স্তরে হতে পারে। আমেরিকান তাত্ত্বিক আর্নস্ট আর, ডান -এর ধারণার মতো করে অংশগ্রহণের স্তরগুলি দেখা যেতে পারে:

অংশগ্রহণের স্তর	**বৈশিষ্ট্য ও কার্যকরিতা:**
১. তথ্য গ্রহণ—	এটি সবচেয়ে নিম্নস্তর। সম্প্রদায় শুধু প্রশাসন থেকে তথ্য পায়।
২. পরামর্শ প্রদান—	সম্প্রদায়কে মতামত দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়, তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রশাসনই নেয়।
৩. সীমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ—	সম্প্রদায়কে সুনির্দিষ্ট ও ছোটখাট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়।
৪. পূর্ণ অংশীদারিত ও নিয়ন্ত্রণ—	সম্প্রদায় ও বিদ্যালয় প্রশাসন সমান অংশীদার হিসেবে কাজ করে এবং বড় নীতিগত সিদ্ধান্তগুলি যৌমভাবে নেয়।

সম্প্রদায়ের সামাজিক পুঁজি;

সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক পুঁজি তৈরি হয়। অর্থাৎ, পারস্পরিক বিশ্বাস, 'যোগাযোগের নেটওয়ার্ক- এবং যৌথ নিয়মের জন্ম হয়। এই সামাজিক পুঁজি শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি কমাতে, ঝরে পড়া রোধ করতে এবং তাদের পরিবারিক পরিবেশের সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে যুক্ত করতে সাহায্য করে।

৪. সামগ্রিক সুশাসনের মডেল:

এই তিনটি উপাদান একটি শক্তিশালী শিক্ষা সুশাসনের মডেল তৈরী করে।

SM : এর মাধ্যমে কার্যকারিতা ও গুনগত মান নিশ্চিত হয়।

LG :এর মাধ্যমে বৈধতা ও সংস্থান নিশিত হয়।

CP : এর মাধমে জবাবদিহিতা ও মালিকানা বোধ তৈরি হয়।

সুশাসনের মডেলর ফলাফল:

এই সমন্বিত পদ্ধতি বিদ্যালয়কে সমাজের ঐতি দায়বদ্ধ এবং স্থানীয় চাহিদার প্রতি সাড়া দানকারী করে তোলে, যা শেষ পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর জন্য ন্যায়সঙ্গত ও মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করে।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় শাসন এবং সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণের এই গুরুত্বপূর্ণ তিনটি ক্ষেত্রের তাত্ত্বিক ভিত্তি, কার্যকারিতার চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা নিয়ে আরও গভীর এবং বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করা হলো।

৫. তাত্ত্বিক-ভিত্তি এবং মডেল:

এই তিনটি উপাদানের সমন্বয় আধুনিক শিক্ষা প্রশাসন এর একাধিক তাত্ত্বিক মডেলের উপর পতিষ্ঠিত।

ক. স্কুল-ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা—

মূল ধারণা: সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় স্তর থেকে বিদ্যালয় স্তরে স্থানান্তরিত করা।প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক,অভিভাবক এবং সম্প্রদায়ের সদস্যরা সম্মিলিতভাবে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম এবং সম্পদ পরিচালনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন।

উপাদানগুলির সম্পর্ক: SBM মডেলের স্থানীয় শাসন

খ, অংশীদারিত্বের তত্ত্ব

মূলধারণা: শিক্ষা একটি একক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নয়, বরং এটি সরকার, বিদ্যালয় এবং সমাজের মধ্যে একটি অংশীদারিত্ব। সফলতা অর্জনের জন্য পত্যেক অংশীদারকে তাদের নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করতে হবে এবং একে অপরের প্রতি আস্থাশীল হতে হবে।

উপাদানগুলির সম্পর্ক: স্থানীয় শাসন এখানে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের কাঠামো তৈরি করে, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা যোগাযোগের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করে এবং সম্প্রদায় যৌথ দায়িত্ববোধের সাথে সম্পদ ও সমর্থন প্রদান করে।

গ. সামাজিক পুঁজি তত্ত্ব:

মূল ধারণা: সমাজের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, যোগাযেগ নেটওয়ার্ক এবং সামাজিক নিয়মাবলি শিক্ষাগত ফলাফলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্পদ। উচ্চ সামজিক পুঁজি সম্পন্ন এলাকায় বিদ্যালয় পরিচালনায় সহযোগিতা বেশি হয়।

উপাদানগুলির সম্পর্ক: সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণ এই সামাজিক পুঁজি সৃষ্টি করে, যা বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনাকে আরও সহজ করে তোলে। স্থানীয় শাসন এই নেটওয়ার্ক গুলিকে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়।

চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিবন্ধকতা

যদিও এই মডেলটি আদর্শ; তবে বাস্তব ক্ষেত্রে এর কার্যকারিতার পথে বেশ কিছু গুরুতর চ্যালেঞ্জ রয়েছে।

চ্যালেঞ্জের ক্ষেত্র	**বিস্তারিত সমস্যা**
বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা(SM)->	প্রধান শিক্ষকের প্রশিক্ষণের অভাব। অনেক প্রধান শিক্ষকই প্রশাসনিক বা আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ পান না, ফলে SBM কার্যকর হয় না।

শিক্ষকের প্রতিরোধ:

সিদ্ধান্ত গ্রহণে অতিরিক্ত কাজের বোঝা বা বাইরের হস্তক্ষেপ মনে করে শিক্ষকরা SME-কে মানতে চান না।

স্থানীয় শাসন (LG)—

রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ :স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা বিদ্যালয় কমিটিতে ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার চেষ্টা করেন, যা শিশকের নিয়োগ, বদলি বা তহবিল ব্যবহারে স্বচ্ছতাকে ব্যাহত করে।

ক্ষমতা হস্তান্তর না করা:

কেন্দ্রীয় বা জেলা প্রশাসন প্রায়শই স্থানীয় শাসনকে কাগজে কলমে ক্ষমতা দিলেও বাস্তব তহবিল বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের- ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখে।

সম্রদায়ের অংশগ্রহন (CP)—

অসম অংশগ্রহণ: ধনী; শিক্ষিত, বা এভাবশালী অংশই-(SMC)-তে আধিপত্য করে, ফলে প্রান্তিক বা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কণ্ঠস্বর উপেক্ষিত হয়। অভিভাবকদের শিক্ষার অভাবঃ-অনেক অভিভাবক শিক্ষার গুরুত্ব বা বিদ্যালয় পরিচালনায় তাদের ভূমিকা সম্পর্কে অবগত নন বা সংকোচ বোধ করেন।

আস্থার অভাব: শিশক ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস বা ঐতিহাসিকভাবে দূরত্ব থাকার কারণে কার্যকর সহযোগিতা সম্ভব হয় না।

৭. কার্যকর সমন্বয়ের কৌশল এবং সেরা অনুশীলন:

এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করে কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করতে নিম্নলিখিত কৌশলগুলি গ্রহণ করা যেতে পারে;

ক. স্বচ্ছতার প্রাতিষ্ঠানিকিকরণ

ওপেন বাজেট:

বিদ্যালয়ের আয় ব্যয়ের হিসাব, প্রাপ্ত অনুদান এবং খরচের বিবরন নোটিশ বোর্ডে বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা। এতে সম্প্রদায়ের আস্থা বাড়ে এবং আর্থিক অসংগতি কমে।

নিয়মিত অডিট:

স্থানীয় শাসন কর্তৃক SMC এর নিয়মিত পারফরম্যান্স ও আর্থিক অডিট বাধ্যতা মূলক।

খ)সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ-

SMC এর প্রশিক্ষণ:

SMC সদস্যদের, বিশেষ করে অভিভাবকদের, তাদের আইনি ক্ষমতা, বাজেট প্রক্রিয়া এবং বিদ্যালয় উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরীর বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া।

প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্ব বিকাশ: বিদ্যালয়কে একটি সায়ত্বশাসিত ইউনিট হিসেবে পরিচালনা করার জন্য প্রধান শিক্ষকদের নেতৃত্ব, সংঘাত নিরসন ও কৌশলগত পরিকল্পনা বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া।

গ। অংশীদারিত্বের প্রক্রিয়া সুসংগঠিত করা:

নির্দিষ্ট ভূমিকা: স্থানীয় শাসন,বিদ্যালয় ও সম্প্রদায়ের প্রতেকের দায়িত্ব ও ভূমিকা স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা, যাতে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব না হয়।

প্রযুক্তি ব্যবহার: একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈর করা যেখানে সম্প্রদায় বিদ্যালয়ের তথ্য দেখতে পারবে, অভিযোগ জানাতে পারবে এবং ফিডবাক দিতে পারবে।

উপসংহার:

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় শাসন এবং সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ একটি ত্রিমুখী অংশীদারিত্বের মডেল যা কেবল শিক্ষার মনোনয়ন নয় বরং তৃনমূল পর্যায়ে গণতল্প ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য। এই ব্যবস্থার দীঘমেয়াদি সফলতা নির্ভর করে কেবল আইনি কাঠামো তৈরীর ওপর নয়, বরং প্রতিটি স্তরে পারস্পরিক বিশ্বাস, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার সংস্কৃতি গড়ে তোলার ভপর। এই সংস্কৃতিই বিদ্যালয়কে সমাজের একটি প্রকৃত শিক্ষণ কেন্দ্রে পরিণত করতে পারে।

তথ্যসূত্র:

1. "National Education Policy 2020: - A Critical Analysis"- **লেখক: বিভিন্ন শিক্ষাবিদ**
2. "National Education Policy 2020: An Overview"- **প্রকাশিত:** Journal of Educational Research
3. "Impact of NEP 2020 on Higher Education"- **প্রকাশিত:** International Journal of Educational Development
4. National Education Policy 2020- **ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়।**

Citation: গুই. দি., (2025) "বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, স্থানীয় শাসন এবং সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-04, April-2025.